প্রথম 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকের' বিস্তৃত সীমাহীন রাজত্বে পাড়ি জমিয়েছেন।

বঙ্কিম-চিহ্নিত পথে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় আবং শেষ রোমান্সধর্মী উপন্যাস 'রাজর্ষি'। অন্যান্য গ্রন্থের মতো জীবনের শেষ প্রান্তে রচিত 'সুচনা'-য় কবি একদা রাত্রিবেলা ট্রেনে যেতে যেতে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 'এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস' সৌভ্রাতৃত্বের অন্বেষ্টির ওপর ঔপন্যাসিক বিশ্বভ্রাতৃত্বে উপনীত হবার প্রয়াসী হয়েছেন। কবি জন্মগত অন্তর্মুখী প্রতিভা নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কবিত্ব নিঙড়ে দিয়েছেন পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা সংস্থাপনে।

'নষ্টনীড়ে'-র সংসার অনভিজ্ঞ কলেজগন্ধী দুই তরুণ-তরুণীর প্রেম-প্রেম খেলার ট্র্যাজিক পরিণতির পরিবর্তে 'চোখের বালি'-তে রৌদ্রদগ্ধ পরিণত বয়স্ক নরনারীর নগ্ন কামনা-বাসনার সর্বনাশা প্রতিচিত্র আরো অনেক বিস্তৃত পরিসরে রূপায়িত। 'চোখের বালি'-র সুর গোড়া থেকে কড়িতে বাঁধা, কাহিনি শীর্ষে উঠে রাগ-ভৈরবে পরিণত হয়েছে, অবশেষে সমে যখন নেমেছে, তখন মিলনে-বিচ্ছেদে তার অনুভূতিতে স্নিগ্ধ অমরাবতীর আমেজ। একই সময়ের লেখনীতে এত ভিন্ন ভিন্ন রূপকল্পের সৃষ্টি ক্ষমতা, এত ভিন্ন রীতির কলাকুশলতার উদ্ভাবন আমাদের বিস্মিত করে। কবি শেলীর কল্পনাঋদ্ধ এবং কৈশোরকালের কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি-অনুগত দেহজ কামনা-বাসনার উর্দ্ধে প্রেমিক যুগলের এই ব্যাখ্যান। সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে মহেন্দ্রের বিশেষ যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৫ পরিচ্ছেদের বিনোদিনীর কৃশ-পাণ্ডুর চেহারা দেখে তার সংস্কৃত কাব্যে 'মেঘদূতে'-র নায়িকার বিরহক্লিষ্ট অবয়বের কথা স্মরণ হয়ে থাকবে। বিশেষতঃ ৫১ পরিচ্ছেদের যমুনার তীরে আপরাহ্নের মনমাতানো সময়ে বৈষ্ণব মহাজনদের ব্রজের কুলকামিনীদের যমুনা পারাপারে পদগুলির কথা মনে পড়ে থাকবে। মহেন্দ্র বিশেষ করে স্মরণ করেছে ব্রজাঙ্গনার কথা, 'ওগো পার করো।' বিনোদিনীর স্বপ্ন-বিধুর মহেন্দ্র বৈষ্ণব কাব্যের নায়িকার ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্ম 'চোখের বালি', মহোত্তম 'গোরা'। আকৃতি-প্রকৃতিতে, ভাবকল্পনার ঐশর্যে, শিল্পরূপ ও শিল্পকলার কুশলী প্রকরণ পদ্ধতিতে 'গোরা' আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। এর কাহিনি এমন উচ্চগ্রামে পরিকল্পিত এবং শীলিত শিল্পরূপে বিন্যস্ত যে স্বতঃই উপন্যাসটির মধ্যে বাচ্যাতিরিক্ত অভিব্যাঞ্জনার স্বাদগন্ধ আবিষ্কার করতে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠেনি। ভাব-কল্পনায়, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিতে, বিষয়-বিন্যাসে, সর্বোপরি জীবন সমালোচনায় এই পর্বের রচনাগুলি পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে একেবারে পৃথক। কবিকল্পনার এই সন্ধানী আলোই এক একটি তথ্য ও চরিত্রের মর্মোদ্‌ঘাটন করে। শুধু যে বর্ণনা বা ভাষার ব্যঞ্জনার মধ্যেই এই কবিধর্ম ব্যক্ত তা নয়, কবি ধর্মের দীপ্তিই উপন্যাসগত বিরলতথ্য ও সূক্ষ্ম রহস্যময় চরিত্রগুলিকে আলোকিত করে আমাদের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করে। এই কবিকল্পনার দীপ্তি ও ঐশ্বর্যই উপন্যাসগুলির প্রধান আকর্ষণ। একান্ত বুদ্ধি-প্রাধান্যের সঙ্গে, কবি-কল্পানর এক অভিনব সমণ্বয় এই উপন্যাসগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নানা জায়গায় নানা বর্ণনায় কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সর্বত্রই এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, দুচারটি বাকামাত্র তার ফসল, অথচ এই সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে সমস্ত রহস্য, সমস্ত সত্যটি যেন ঘনীভূত হয়ে আছে। কয়েকটি মাত্র বাক্যে দামিনীর যে বর্ণনা, একটিমাত্র পৃষ্ঠায় নারী হৃদয়ের অতল রহস্যের যে আভাস, দু-তিনটি অনুচ্ছেদে দামিনীর পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত, কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠায় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের যে বর্ণনা, দুটি অনুচ্ছেদে বালুচরের বর্ণনা, দুটি পৃষ্ঠায় শচীশের গভীরতর সত্তার নিষ্পলক ধ্যানের যে ইঙ্গিত, ঝড়ের রাতের বর্ণনা, দামিনীর স্পর্শে শ্রীবিলাসের অন্তরের নুতন আস্বাদনের বর্ণনা — এইসব উদ্ধার করলেই তার রহস্যোদ্‌ঘাটন সম্ভব।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বুদ্ধির দীপ্তি, রহস্যময় সঙ্কেত, এর রহস্য, সূত্রায়িত বর্ণনাভঙ্গি, এর জ্ঞান গর্ভ ইঙ্গিতময়, বিবৃতি, এর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ধারা, সর্বোপরি এর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য একে বিশেষ এবং অভিনব সাহিত্য মূল্য দিয়েছে।

কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্য, epigram-এর দীপ্তিরচরম ক্ষুরধার তীক্ষ্ণনতায়, হ্রস্ব অথচ অর্থগৌরবপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণে, বিষয়গত ঐক্যবোধে, সর্বোপরি দৃঢ় সংহত সমগ্রতায় 'শেষের কবিতা'-র মত কাব্যোপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি। লিরিক কল্পনার মধ্যে এবং স্বল্প প্রসার ও পরিধির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশে নরনারীর প্রেমের স্বরূপ ও তার পরিণতির চিত্রণ, সেই চেষ্টা যে 'শেষের কবিতা'-য় সুন্দর ও সার্থকতা লাভ করেছে।

'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'মালঞ্চ', 'দুইবোন', 'চার অধ্যায়', উপন্যাসগুলির ভাবশিল্পে, চরিত্রগুনে, ভাষা, প্রকৃতি এবংউপস্থাপন রীতি রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মা স্বতন্ত্র পথ অন্বেষণে ব্যস্ত। 'যোগাযোগে'র কাহিনীকে তিনি নাটকীয় রূপ দিয়ে প্রকাশিত করেন, 'মালঞ্চ'-কেও নাট্যকৃত করেন তবে সে গ্রন্থ অপ্রকাশিত। 'চার-অধ্যায়' শিল্পরূপে প্রায় একটি নাটক, এর আখ্যান আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নাটকীয়। তার গতি যেমন ক্ষিপ্র, তেমনি প্রায় পরিপূর্ণ কাহিনি সংলাপে বিন্যস্ত। রবীন্দ্র-নাটকে কাব্যময়তা স্বীকৃত-এর প্রচ্ছায়া দেখা যায় নাট্যময়-উপন্যাসগুলিতে।

'করুণা', 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'-এই তিন উপন্যাসে প্রকৃতি ষোলকলায় তার মানবীরূপে অধিষ্ঠিত। যেমন গার্হস্থ উপন্যাসে 'করুণা', বা পরিচ্ছন্ন রোমান্স অপর দুটি — তিনেতেই প্রকৃতির শান্ত, সমবেদনা পূর্ণ রূপ একটু যেন বেশী কাব্যগন্ধী আধারে বিন্যস্ত। নায়িকা করুণা প্রকৃতি দুহিতা রূপে চিত্রিত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার রোদন ভরা সংক্ষিপ্ত জীবনে যখনি সুযোগ পেয়েছে , সে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। 'করুণা'-য় প্রকৃতি নায়িকার ব্যথার ব্যথীরূপে চিত্রিত, 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এ মানুষের সংবেদী প্রতিচিত্র হিসাবে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় ও তার জেষ্ঠ্যপুত্র উদয়াদিত্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই উপন্যাসে নিসর্গ চিত্র সর্বাপেক্ষা শিল্প সুন্দররূপে চিত্রিত বিভার মাধ্যমে, যেখানে রাজপ্রাসাদের বিশাল বাগানে অন্ধকার রাত্রে স্বামী সঙ্গ বিচ্ছিন্না এই নারীর অবদমিত সত্তা মূক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্স্-আশ্রিত তৃতীয় এবং শেষ উপন্যাস 'নৌকাডুবি'-তে কয়েকটি প্রকৃতি চিত্র মূল্যবান। প্রথম সেই কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদনি রাত্রিতে 'নৌকাডুবি'-র চিত্ররূপ স্মরণীয়।

রবীন্দ্র-প্রকৃতি চিত্রের এই প্রসার ও গভীরতা, একটি মিস্টিক প্রত্যয়, মানুষের স্বপ্নকল্পনার ছবি প্রকৃতিতে আরোপ করে প্রকৃতি, মানুষ ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস রবীন্দ্র শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইংরাজী-অলঙ্কার শাস্ত্রে একে বলে Pethetic Fallacy বা পরিবৃত্তি। মানবীকৃত প্রকৃতির এ শিল্পরূপ আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসে বারবার পেয়েছি।

'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গে' 'সবুজপত্র' যুগের স্মারক চিহ্ন, আগের পর্যায়ের কলপনাসিক্ত শিল্পরূপের স্থূল নিসর্গচিত্র এখন থেকে বুদ্ধিদীপ্ত, সংক্ষিপ্তকায় এবং বহির্মুখীও। শিল্পরূপের অনেকাংশে রচনাশৈলীতে মস্তিষ্ক-প্রসূতউপমা-রূপক এপিগ্রাম ইত্যাদি অনুপ্রবেশের ফলশ্রুতি। যেমন 'কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ', বৃদ্ধ চন্দ্রনাথবাবুর 'অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ', 'বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা, আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো' ইত্যাদি। সমস্ত প্লটের মূল রঙ্গমঞ্চ যেখানে রাজবাড়ির অন্তঃপুর ও বৈঠকখানা, সেখানে ঈশ্বর সৃষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের সুযোগ খুবই সীমিত। তবু শিল্পী মাঝে মাঝে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, তার স্মরণীয় সদ্ব্যবহারও করেছেন।

উপন্যাসের শিল্পরূপের বিশিষ্টতার কারণে কাহিনি, নাট্যরস এবং বর্ণনা একই উপন্যাসের পরিসরে পরস্পর-নিবদ্ধ। উপন্যাসের ভাষাও সেই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরে চিহ্নিত।

উপন্যাসের অনুজ্ঞা বহন করে কখনো তা কাব্যের মতো গভীরগামী কখনো বা মন্থর এবং গম্ভীর। উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের কাব্য দুই-কে ধারণ করে। আর যেহেতু উপন্যাস যে কাব্যের সন্ধানী তা বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু নয়, লেখকের অভিজ্ঞতার নির্যাস মাত্র নয়, যেহেতু বাস্তবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কালেই উপন্যাস লেখক জীবনের কাব্যকে অধিগত করে থাকেন। স্কট সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে — Prose of life Hhw Poetry of life -কে নিজ উপন্যাসে বাধবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যেক সার্থক ঔপন্যাসিক নিজ নিজ পন্থায় উপন্যাসের গদ্যকে এই আদর্শে গড়ে নিতে চান। যে কৌশলে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মন্ময় রসে জারিত হয় সেই নির্মিতি রবীন্দ্রনাথের হাতে ছাড়া বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কোথাও সাবলীল হয়ে দেখা দেয়নি।

'করুণা', 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসের শব্দচিত্র, শব্দের প্রবহমানতা, শব্দরেখ কবিত্বের আয়োজনী শিল্পে ভরপুর। কয়েকটি উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন সত্তাতে কবি-আত্মার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে হয়েছে। রবীন্দ্র-পূর্ব কবি-ঔপন্যাসিকগণ কাব্যের প্রকরণ সাজাতে উপন্যাসের রূপকে স্খলিত করেছেন। অথচ রবীন্দ্র-উত্তর যুগে জীবনানন্দ, সমরেশ মজুমদার, জয় গোস্বামী কবি ও ঔপন্যাসিকের কথা সাহিত্যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে স্বীকরণে আধুনিক করে তুলেছে। রবীন্দ্র-উপন্যাসের গুরুত্ব স্বতন্ত্রতায় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রভাবে। যখনই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের তিনটি পর্বে মাঝেমধ্যেই দীর্ঘসময়ে বিশ্রাম নিয়েছেন, তখনি শুধু উপন্যাসের রীতিভিন্নতা নয়, কবিত্বের বৈচিত্র্যেও ভিন্ন ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। সময়ে উত্তরণ, কবির কাল্পনিক মনের বিবর্তন, প্রতিবেশের প্রভাব কাব্যের অলি গলিতে পুঁজি বৃদ্ধি করেছে — যার প্রকাশ কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। আলোচনার উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-উপন্যাস রাবীন্দ্রিক পরিমন্ডলে ধৃত, যেখানে এক নির্জন কবির কবি-আত্মা সাহিত্যাকাশে মুগ্ধ বিস্ময়ে মুক্তো ছড়িয়েছে।